দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 JUL 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 3

C18

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা ও চেতনা বিকাশে পাঠাগারের ভূমিকা

পাঠাগার আধুনিক উন্নত সমাজের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সমাজের যথার্থ বিকাশের ক্ষেত্রে পাঠাগারের যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে পারে সম্ভবত সে কথা আমরা ভুলে যেতে বসেছি। বৃটিশ শাসনামলের সময়ে এ দেশে পাঠাগার গড়ে তোলার যে জোয়ার দেখা দিয়েছিল, পাড়ায় পাড়ায় সমষ্টিগতভাবে কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সে প্রতিযোগিতা অনেককাল আগেই অবসান হয়েছে আমাদের ভেতর থেকে। সময় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে এবং নানা ধরনের সামাজিক রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে মানুষের সেই উৎসাহ ও উদ্যমে ভাটা পড়েছে। অবশ্য এখনও পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব, সংগঠন ও সেবামূলক নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান যে প্রতিনিয়ত গড়ে উঠছে না তা নয়। চর্চা হচ্ছে মার্শাল আর্ট-কুংফু-কারাতে-জুডো ইত্যাদির। অথচ উপরোক্ত সবকিছুর সাথে সাথে প্রয়োজন ছিল মেধা ও মননের পরিশীলিত আন্তরিক অনুশীলন। আর এর জন্যেই প্রয়োজন ছিলো পাঠাগারের। পাঠাগারের মাধ্যমে মানুষের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার পরিবেশ তৈরী করা হয়। শুধু অক্ষর জ্ঞান থাকলেই মানুষকে শিক্ষিত বলা যায় না। পঠন-পাঠনের মাধ্যমে মানুষের মনের বিকাশসাধন এবং মানবতার পক্ষে সৈনিক করে তুলতে পারার মধ্যেই শিক্ষার সার্থকতা। আর এর জন্যই প্রয়োজন পাঠাগার।

সরকারী উদ্যোগের উপর নির্ভর করে থাকা আমাদের একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি আমাদের নিজেদেরও যে কিছু দায়-দায়িত্ব আছে তা আমাদের অনুভব করতে হবে। এই দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে ক্ষতি বৈ লাভ কিছুই হবে না। সরকার পরিচালিত পাঠাগারগুলোতে পর্যাপ্ত বইপত্রের অভাব আছে। তা পূরণ করার দায়িত্ব সরকারের। প্রাচীন মূল্যবান বই-পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি গবেষণা কাজের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাও যথাযথভাবে থাকতে হবে। তাছাড়া পাঠাগারের সময়সীমা সম্পর্কেও পাঠকের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া যায়। তাই পাঠাগারের সময়সীমা পাঠকের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নির্ণয় করা উচিত। অনেক পাঠক স্কুল-কলেজ কিংবা অফিস আদালতের কাজ সেরে পাঠাগারে নিজেদের প্রয়োজনে যান। তাই সন্ধ্যার পরও যাতে পর্যাপ্ত সময় ধরে পাঠাগার খোলা থাকে সে দিক লক্ষ্য রাখতে হবে। তাহলেই আমাদের শিক্ষার ও চেতনার বিকাশ ঘটবে। —মোজহারুল হক (বাবুল)